দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 APR 1997
পৃঃ ২ কলাম ৮

03

সরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতি জটিলতা নিরসন হচ্ছে

॥ রাশেদ আহমেদ ॥

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতির জটিলতা নিরসন হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যই দু'শ' সহকারী শিক্ষক পদোন্নতি পেয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন। সহকারী প্রধান শিক্ষক থেকে ৩০ জন হচ্ছেন প্রধান শিক্ষক। আরো কিছু পদ খালি থাকায় পদোন্নতির শর্ত শিথিল করে সেইসব পদ পূরণেরও একটি পরিকল্পনা নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পদোন্নতি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫।

পদোন্নতি ঃ জটিলতা নিরসন হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেই সাথে ৮টি শিক্ষা বোর্ডের অনিয়ম, অব্যবস্থা ও দুর্নীতির তদন্তের জন্য টাস্কফোর্স গঠিত হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানায়, ৭ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির একটি প্রস্তাবনা সোমবার তৈরি করা হয়েছে। এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হবে। গঠিত টাস্কফোর্স ৮টি শিক্ষা বোর্ডের অব্যবস্থা ও দুর্নীতির তদন্ত করে ৩ মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করবে। সূত্র জানায়, টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হচ্ছেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা শিক্ষা সচিব। এর সদস্য হচ্ছেন শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি কমিটিতে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক প্রস্তাবে বিআইটি'র চেয়ারম্যান ডঃ নজরুল ইসলামকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। তবে এই প্রস্তাবের পরিবর্তন হতে পারে।

সূত্র জানায়, মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩০ জন সহকারী প্রধান শিক্ষককে পদোন্নতি দিয়ে প্রধান শিক্ষক করার একটি ফাইল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরো দু'শ' সহকারী শিক্ষককে করা হচ্ছে সহকারী প্রধান শিক্ষক। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে এই কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আরো কিছু পদ খালি থাকায় পদোন্নতির শর্ত শিথিল করারও পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এই পদোন্নতির জন্য ৪ বছরের অভিজ্ঞতার একটি শর্ত রয়েছে। শর্ত শিথিল করার ব্যাপারে সরকারি কর্ম কমিশন বরাবর চিঠি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সূত্র জানায়, শর্ত শিথিল হলে আরো তিনশ' শিক্ষক পদোন্নতি পাবেন। এক মাসের মধ্যে এ বিষয় চূড়ান্ত করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অপর এক সূত্র জানায়, বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করার বিষয়টি নিয়ে এখনো ভাবা হয়নি। সূত্র মন্তব্য করেন, বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করতে হলে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের যোগান দেয়া কঠিন।

রাষ্ট্রপতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর করার প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশটি আইনগতভাবে সমাধান করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্র জানিয়েছে।